উপ নির্বাচনের ফল : জয়ডঙ্কা তৃণমূলের

ছ টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। আর জি কর কাণ্ডের পর এটিই ছিল প্রথম এ রাজ্যের নির্বাচন। এবং তার ফলাহলই বলে দিচ্ছে আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনা কোনোভাবেই প্রভাব ফেলতে পারেনি এ রাজ্যে।

রাজ্য জুড়ে নির্মিত হবে ২০০ দমকল কেন্দ্র

রাজ্যে অগ্নিকাণ্ড রুখতে রুখতে দমকল কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে। রাজ্য জুড়ে দমকল কেন্দ্রের সংখ্যা ২০০ টার্গেট ধরে নিয়েই কাজ চলছে। এই তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রী।

শীর্ষে ভারত

পার্থে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় আবার শীর্ষে উঠল ভারত। সকলের আগে থাকলেও এখনও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কোনো দল নিজেদের জায়গা অবশ্য পাকা করতে পারেনি।

Monthly Newspaper:

- Vol-1 ● Issue - 12
- December 2024
- RNI No. : WBBEN16094
- Price: 5/-

দ্বন্দ্ব সন্দেশ

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এর একমাত্র প্ল্যাটফর্ম

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তেই সায় মমতার

তরুণ দে: বাংলাদেশ নিয়ে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাকেই সমর্থন করবেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ কথা জানালেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান যে তিনি কলকাতার ইসকনের সঙ্গে দু'বার কথা বলেছেন। এটা অন্য দেশের বিষয়। এ ক্ষেত্রে দেশের সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে তিনি তার সঙ্গে আছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা বলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। অভিষেকের সেই মন্তব্যের সুরেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ বার দলের অবস্থান জানালেন মমতা। বাংলাদেশের নাম উল্লেখ না-করে

তৃণমূলনেত্রী এটাও জানিয়েছেন যে কোনো ধর্মের উপর অত্যাচার তিনি মানবেন না। তা যদি অন্য দেশেও হয় তা-ও মানবেন না। বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লিও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সংখ্যালঘু নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি নিয়ে উত্তাল গোটা বাংলাদেশ।

জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ চলছে। হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশজোড়া অশান্তির আবহে বেশ কিছু ধর্মীয় সংগঠন মিলে তৈরি করে সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের মুখপাত্র নির্বাচিত হয়েছিলেন চিন্ময়। তাঁরই ডাকে ঢাকার শহিদ মিনার, চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা এলাকায় সমাবেশে যোগ দেন হাজার হাজার সংখ্যালঘু। চট্টগ্রামে সমাবেশের পর তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করেছিলেন স্থানীয় এক বিএনপি নেতা। ওই মামলাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেফতারির পর বাংলাদেশে ইসকনের তরফে বিক্ষোভ শুরু হয়, যার নেতৃত্ব দেন চিন্ময়কৃষ্ণের অনুরাগীরা। চিন্ময়ের মুক্তির দাবিতে মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পথে নেমেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাই কোর্টে আবেদন জানানো হয়, ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক। জরুরি অবস্থা জারি করা হোক চট্টগ্রাম এবং রংপুরে। পরে চিন্ময়কৃষ্ণকে আদালত থেকে বার করার সময় আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী এবং আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় এক আইনজীবীও নিহত হন।

লটারি কেলেঙ্কারি

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: লটারি কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় ও পাঞ্জাবে হানা দিয়ে বিপুল টাকা উদ্ধার করল ইডি। 'ম্যারাথন তল্লাশিতে নগদ ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে ৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোসিট সার্টিফিকেট'। সোশাল মিডিয়ায় টাকার ছবি পোস্ট করে এরকমই দাবি করেছে ইডি। ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে খবর, কলকাতায় ৩ দিনের তল্লাশিতেই উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা।লটারি-কেলেঙ্কারির তদন্তে, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায়, স্যারাথন তল্লাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। সম্প্রতি কলকাতার লেক রোড, লেক মার্কেট এলাকা থেকে উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেলনগরে তল্লাশি অভিযান চালান ইডি অফিসাররা। তল্লাশিতে নগদ প্রায় ন'কোটি উদ্ধার হয়েছে বলে এজেন্সি সূত্রে দাবি। টাকা গুনতে আনা হয় একাধিক মেশিন। গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির প্রকল্পে দুর্নীতি ছাড়াও একের পর এক অভিযোগ ঘিরে বাংলায় যখন তোলপাড় চলছে, তখনই কলকাতায় মিলল টাকার স্তূপ! সামনে এল লটারি-কেলেঙ্কারি! ইডির দাবি, দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন তাঁদের ইনভেস্টিগেশন হেড কোয়ার্টার জোন ওয়ানের অফিসাররা। দলে দলে ভাগ হয়ে তাঁরা অপারেশনে ছড়িয়ে পড়েন সাতটি জায়গায়। এর মধ্যে রয়েছে লেক মার্কেট এলাকা, লেক রোড, সাউথ সিটি, ভবানীপুর,উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটি, মাইকেল নগর।

শতবর্ষে বাদল সরকার

তিলক নাথ: ভারতীয় নাটকের ব্যতিক্রমী নাট্যকার বাদল সরকার শতবর্ষে পা রাখলেন। এই উপলক্ষে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে 'তীরন্দাজ' নাট্যগোষ্ঠী কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথাগত মঞ্চ নাটক থেকে বেরিয়ে এক তৃতীয় রীতির নাট্য দর্শন চালু করেছিলেন বাদল সরকার। যেখানে দর্শক, শ্রোতা, অভিনেতা একই সমতলে থাকবেন। অভিনেতার কোনো চরিত্রানুগ পোশাক, মেকাপ থাকবে না। থাকবে না মঞ্চ, সেট, আলো, আবহ। ব্যয়বহুল প্রযোজনা থেকে সরে গিয়ে

সহজেই অনেক বেশি মানুষের কাছে নাটককে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানের সূচনায় বক্তব্য রাখেন চিত্তরঞ্জন সরকার এবং দেবাশিস চক্রবর্তী। বাদল সরকারকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেন পীতম ভট্টাচার্য। পরিবেশিত হয় দুটি নাটক। 'আয়না' নাট্যদল পরিবেশন করে নাটক 'বাঘ' । বাদল সরকার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'শতাব্দী' পরিবেশন করেছে 'ভোমা' নাটকটি।

সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 12 ● December 2024 ● RNI No. : WBBEN16094

সম্পাদকীয়

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কবিতার লাইন ঘুরে ফিরে একাধিক ব্যক্তির পেজে ভেসে উঠছে। “ মানুষ বড় কাঁদছে,তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও...” যতবার চোখে পড়ছে মন ভাবছে কেন এখন? পৃথিবীর শরীর খারাপ? কবি এই কবিতা লিখেছেন যখন তখনকার অবস্থা কি এরকম খারাপ ছিল? তাহলে “ আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম” - এও তো আব্দুল করিম সাহেব লিখে গেছেন। বিষয়টা ভাবাচ্ছে। পৃথিবীর নানা দেশে যুদ্ধের পাশাপাশি ঘুষ কান্ড থেকে শুরু করে কি না হয়ে চলেছে। বৈষ্ণব ধর্মগুরুকে বন্দি করে প্রমানের চেষ্টা চলছে আদৌ তিনি দোষী কিনা ! খুন , ধর্ষণ তো ক্রমাগত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মেয়েরা সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরোতে ইতস্তত করে। কিন্তু কেন? শুধু শহর কলকাতা নয়। গ্রামে প্রাণ হারাচ্ছে বারো - চোদ্দ বছর বয়সের নাবালিকা। কোথায় জীবন নির্বাহ করছি আমরা! সবজি থেকে শুরু করে মাছ - মাংস, রীতিমত ছেঁকা লাগছে সাধারণ মধ্যবিত্তের। সল্প রোজগারের মানুষ খাবে কি! এল.পি. জির দাম লাফিয়ে বাড়ছে। এবার তো কাঁচা খাদ্য খেতে হবে! চাকরি নেই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভগ্ন দশা, শিক্ষার মান ক্রমশ কমছে, বেশিরভাগ বাংলা মিডিয়ামে ছাত্র সংখ্যা নগণ্য। প্রায় তলানিতে। এভাবে বাঁচা যায়? কিন্তু কবির ভাষাকে যদি ধরি, কে কার পাশে দাঁড়াবে? সবাই তো সংকটে দিন যাপন করছে। তাহলে কি একমাত্র উপায় নিজেকে শেষ করা? এছাড়া কি উপায় আর কিছু আছে?

মঞ্চস্থ হল শততম ‘বাল্মিকী প্রতিভা’

তারক দাশ: সৃষ্টি হল ইতিহাস। ১০০তম শো মঞ্চস্থ হওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হল অলকানন্দা রায় পরিচালিত ‘বাল্মিকী প্রতিভা’র দীর্ঘ যাত্রা। ২০০৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রথম বারের জন্য মঞ্চস্থ হয় এই নৃত্যনাট্য। সংশোধনাগারে বন্দিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে প্রচলিত ধারণা থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেন অলকানন্দা। সামনে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিভা এবং পুনর্বাসনের সম্ভাবনাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাল্মিকী প্রতিভা’য় ফুটে ওঠে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মিকীতে রূপান্তরের গল্প। আর তাকেই নৃত্যনাট্যের রূপ দেন অলকানন্দা। যোগ্য সঙ্গতে ছিলেন কারাগারে বন্দিরা। অনুষ্ঠান আয়োজনে পাশে ছিল ভারতীয় বিদ্যা ভবন, পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনমূলক পরিষেবা (ওয়েস্টবেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস), টাচ ওয়ার্ল্ডের মতো সংগঠনগুলি। ১৭ বছর ধরে তারা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে ক্ষমাশীলতা, সহানুভূতি এবং জ্ঞানের বার্তা। নাচ, গান, পোশাক পরিকল্পনা সবেতেই ছিল তাদের হাতের ছোঁয়া। বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে এই শিল্পগুণ এবং সমাজ সংস্কারের বার্তা। অবশেষে ইতি পড়ল তাতে। শততম শো-এ প্রেসিডেন্সি এবং মেদিনীপুর সংশোধনাগারের ৩০ জনেরও বেশি কারাবাসী ও কর্মকর্তারা অংশ নেন। শিল্পীদের অভিনয় প্রতিভা তুলে ধরে এক নতুন বাস্তবতার স্বাদ। মার্শাল আর্ট, লোকনৃত্য এবং শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্যের মিশেলে সাজানো এই নৃত্যনাট্যের সঠিক মেলবন্ধন অনুষ্ঠানটিকে আরও মনোগ্রাহী করে তোলে। এই অনন্য ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং অগণিত দর্শক। এই বিষয়ে অলোকনন্দা রায় বলেন, ‘এই শেষ মঞ্চায়ন সমাজে পরিবর্তন আনার প্রয়াসে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাল্মিকী প্রতিভার যাত্রা ছিল মানবিকতার উদযাপন, যার ঐতিহ্যের রেশ থেকে যাবে বহু বছর’।

আরজি কর কাণ্ড

বৃহত্তর নাগরিক সমাজ এবার কী করবেন

সঞ্জীব রাহা

দ্বিতীয়`অংশ

২১ তারিখের বৈঠকেও ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট’ (ডব্লিউবিজেডিএফ)- এর নেতৃত্ব মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা ওই বৈঠকে সরকার পক্ষের (বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রীর) শরীরী ভাষায় মোটেই আশাব্যাঞ্জক কিছু বার্তা পাননি বলেই জানিয়েছেন। তবে তাঁরা তাঁদের অনশন কর্মসূচি ও চিকিৎসা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সব থেকে স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। যদিও ডব্লিউবিজেডিএফ- এর দাবি, তাঁরা মোটেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেননি, নিয়েছেন মৃত অভয়ার বাবামায়ের অনুরোধে। সে যাই হোক না কেন, যে অসীম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে গোটা রাজ্যের শয়ে শয়ে অসুস্থ মানুষের পরিবার পরিজন এই বাহাত্তর দিন ধরে সময় কাটিয়েছেন, সেটির তো অবসান হল।

এখন দেখার বিষয় এর আগে মুখ্য সচিবের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তার সংগঠনগুলির আরও একটু বিবেচক হওয়া অসম্ভব ছিল কি? বিশেষ করে অনেক টালবাহানা করেও সরকারি ভাবে যখন তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে প্রশাসন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো সদিচ্ছা দেখাতে শুরু করেছিল? যে ৭টি দাবি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ এবং আংশিক হলেও পূরণ করা হয়েছে, সে-বিষয়ে জনস্বার্থেই বোধহয় সংগঠনগুলির ইতিবাচক মনোভাব নেওয়ায়ই সকলের জন্য মঙ্গল ছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকের কাছেই হয়তো এমনই যুক্তি থাকবে, সেটা করলে ২১ তারিখের বৈঠকটি কি সম্ভব হতো। অন্তত একটা বার্তা তো সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে যে, পড়ুয়া ডাক্তারদের মানসিক জোরও কম নয়।

সেটাই যদি লক্ষ্য ছিল, তাহলে শেষ বৈঠক শেষ করে এসে অনশন ও প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণ হিসাবে ফ্রন্টের অন্যতম নেতা দেবাশিস হালদারকে কেন বলতে হল যে, স্বাস্থ্য ধর্মঘট করে আদৌ সরকারের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছনো যাবে না? আসলে ঘটনার স্রোত যেহেতু তাঁদেরই অজ্ঞাতসারে যেদিকে বইতে শুরু করেছিল, তাতে তাঁদের আরও অনেক আগেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কেননা ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট পাঠরত ডাক্তারদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রচলিত অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মঞ্চটি প্রস্তুত করেছিল, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নৈতিক দায় তো তাদেরই। পরবর্তীতে অন্য যেসব ডক্টরস ফোরাম তাদের আন্দোলনের সাথী হতে এসেছে, আন্দোলনের ধারায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর মাথার উপর দিয়ে তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ কতখানি বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত- সেটি নিয়ে নাগরিক মহলেই অনেকের প্রশ্ন আছে বলেই শোনা যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, সেটা খুব একটা অসঙ্গত নয় বলেই মনে হয়।

ডব্লিউবিজেডিএফ-এর নেতৃত্বের মধ্যেও ইতিমধ্যেই দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ায় এই প্রশ্ন ওঠাটাও স্বাভাবিক যে, প্রথম থেকে তাঁদের আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলা সয়েও প্রচ্ছন্ন ভাবে কিন্তু একটা রাজনৈতিক প্রচ্ছায়ার বাতাবরণ তৈরি হয়েই গিয়েছে। নতুবা এতগুলি (প্রায় ১০টি) সংগঠনের ভিড়ে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর ভূমিকা শেষ পর্যন্ত অনশনের মতো একটি মঞ্চে ভুলে নিয়ে যেতে হল কেন? অথচ তার অনেক আগেই মূল সমস্যা সমাধানের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যেত। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনশন চলাকালীন অন্তত পাঁচজন অনশনরত জুনিয়র ডাক্তারের শারীরিক অবস্থার ক্রমঅবনতি হয়েছে। কেউ কেউ বিপজ্জনক অবস্থাতেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে চাননি। অনশন প্রত্যাহারের দিনও কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের দু-জন অনশনকারীকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি।

এই সমস্ত ঘটনাক্রমে আজকে এটা জলের মতো স্বচ্ছ যে, তাঁদের দাবি সম্বলিত এই আন্দোলনের প্রতি তাঁরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই ত্যাগ হয়তো আন্দোলনের রূপরেখার প্রাথমিক স্তরেই দেখা যেত, যদি না তাঁদের এই সৎ আন্দোলনের পেছনে ছদ্মবেশী রাজনৈতিক ছায়া এসে উপস্থিত হতো। অন্যদিকে আরও একটি পরিতাপের বিষয় এই যে, ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র (যিনি একজন দায়িত্বশীল প্রাক্তন সাংবাদিক) এবং দলের এক হেবি ওয়েট আইনজীবী নেতা হৃদয়বত্তা জলাঞ্জলি দিয়ে এই অনশন কর্মসূচি সম্পর্কে এমন আরও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে, তাঁদের ঘরের কোনো ছেলে যদি এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলেও কি তাঁরা এমন হৃদয়হীন মন্তব্য করতে পারতেন? সর্বংসহা দলনেত্রী তারপরেও সেগুলি মেনে নিয়েছেন! যদিও এই প্রতিবেদনে সরকার বা সরকারের শীর্ষ নেত্রীর কী ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল বা তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি আরও কতটা সহৃদয় হতে পারতেন, সে-বিষয়ে

কোনো আলোচনার চেষ্টা করছি না। পরিশেষে যেটা বলার, অভয়া কাণ্ডে জেরে অনামী কিছু উদ্যোগীর সামান্য সমাজমাধ্যমের আবেদনে যেভাবে হাজার হাজার মানুষ সমস্ত রকম ক্লেশ স্বীকার করেও পথে নেমে এসেছেন, মানুষের স্রোতে ভেসে গেছে এবং এখনো যাচ্ছে কলকাতা মহানগরীর রাজপথ থেকে জেলায় জেলায় অলিগলি এবং সংগঠিত ভাবে সেই আন্দোলনের কিছুটা হলেও রাশ টেনে ধরে আছেন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন শুধু একটাই। মাঝখান থেকে ভুঁইফোঁড়ের মতো উদয় হওয়া কিছু কিছু রুমালে মুখ ঢাকা রাজনৈতি ছায়ার আড়ালেই এর শেষ পরিণতি ঘটবে? নাকি, অভয়ার ঘটনার বিচার পরিণতি কবে এবং কী হবে, পাখির চোখ সেদিকে রেখেই বৃহত্তর নাগরিক আন্দোলনকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া হবে?

(শেষ)

উপ নির্বাচনের ফল : জয়ডঙ্কা তৃণমূলের

এতো কাণ্ডের পরও অবাক করা ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের। আর জি করের চিকিৎসকের মৃত্যু ঘিরে রাজ্য রাজনীতির যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এ রাজ্যে, তৃণমূলের ছয় উপনির্বাচনে জয়জয়কার তার মুখে প্রায় ঝামাঘষার মতো বললেও খুব বেঠিক হয়তো হবে না। কিন্তু কেন এই অবস্থা ? সেই পরিস্থিতির বিশ্লেষণই করলেন হৈমন্তী রায় ঠাকুর

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ছ টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। আর জি কর কাণ্ডের পর এটিই ছিল প্রথম এ রাজ্যের নির্বাচন। এবং তার ফলাফলই বলে দিচ্ছে আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনা কোনোভাবেই প্রভাব ফেলতে পারেনি এ রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জয় প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ আমাদের ভরসা। আমরা মানুষের পাহারাদার। আপনাদের আশিস আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। সিতাই,কোচবিহার, মেদিনীপুর, হাড়োয়া, তালড্যাংরা , নৈহাটি এই ছয় কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়ে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। এবং এই জয়ের প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর ।

বিরোধী নেতা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই জয় কোনো ব্যাপার নয়। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠন করছে। আগামী ২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোকা বানালেও তাঁরা আগামীদিনে ঠিক বুঝতে পারবেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সরকার তরফের কথা একটাই , বিরোধী পক্ষ তাদের মতো করে বলবেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ নির্ভরতার প্রতীক। কিছু মহিলা মুখ ফেরালেও বেশি অংশ তাঁকে ভরসা করেন। আর জি কর কাণ্ডে যাঁরা ডাক্তারদের

হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন বা ধর্না মঞ্চে খাবার - দেওয়া ইত্যাদি পরিষেবা দিয়ে বিরাট সমাজসেবক মনে করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বা সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভর করেন না। কাজেই ডাক্তারের মৃত্যুকে ঘিরে আন্দোলন সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি। খেটে খাওয়া মানুষ তাঁদের দিনের শেষের রোজগারটুকুই বোঝেন। রাজ্য - রাজনীতি, যুক্তি - তক্কো কোনো কিছুতেই তাঁদের কিছু যায় আসে না। লক্ষীর ভাণ্ডার নিয়েই শুধুমাত্র মাতামাতি নয়, তৃণমূলের একাধিক প্রকল্পে নিম্নবিত্ত মানুষ উপকৃত। কাজেই সেই উপকারের প্রতিদান তাঁরা দিয়েছেন। চুরি - জোচ্চুরি যাই হোক বাংলার মানুষের কাছে এই মুহূর্তে অনুদান একটি বড়ো বিষয়। কয়লাপাচার,গরুপাচার, ধর্ষণ যাই হোক দিনের শেষে নির্লিপ্ত ব্যক্তিটি অনুদানের টাকায় যেটুকু আরাম পান তাতেই তিনি খুশি। কাজেই অনায়াসে তিনি বলতে পারেন, পরিবর্তন কী দরকার বলতে পারেন? অন্যদিকে বামপন্থীরা ভোটের নিরিখে শূন্য। কেউ বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ফিরে আসুন নানা কারণে সেটাও হয়তো সাধারণ জনগণ চান না। কারণ, দিন যাপন নয়ে সামান্য প্রীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো সম্বলের তলানিটুকুও তাঁদের জন্য পড়ে নেই। ফলে এই অবস্থায় সাদা মাথার দাম্ভিকতা মানুষ সহ্য করবে না। যতই সংগঠন নিয়ে তারা চট পেতে চিৎকার করুন, ওখানেই শেষ। আর, কংগ্রেস তো বাংলা থেকে বহু আগেই বিতাড়িত। সেই নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো। যাইহোক, মোটের ওপর নীল - সাদা প্রাচীরে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ঘাসফুলের গন্ধে ম - ম করুক পশ্চিমবঙ্গ। চুপটি করে গালে হাত দিয়ে ভাবা ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় সত্যিই হয়ত আর নেই বিরোধী দলগুলির। মামলা মোকদ্দমা চলতে থাক। সাধারণের ট্যাক্সের পয়সায় মেলা আর খেলায় মেতে উঠুন জনগণ। সামনে শীত। প্রচুর মেলা। কলকাতা সহ পাশের জেলাতেও আজকাল ভালোই বিনোদনের ব্যবস্থা। হোক বিনোদন। চলুক উর্ধ্বমুখী বাজারদর। আমরা আবার ভোটের অপেক্ষায় থাকলাম।

রাজ্য জুড়ে নির্মিত হবে ২০০ দমকল কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যে অগ্নিকাণ্ড রুখতে রুখতে দমকল কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে। রাজ্য জুড়ে দমকল কেন্দ্রের সংখ্যা ২০০ টার্গেট ধরে নিয়েই কাজ চলছে। এই তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রী। ৮০ টি কেন্দ্র বিবেচনাধীন রয়েছে। মালদা জেলার কালিয়াচক ও গাজোল এলাকায় এইসব কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জমি চূড়ান্তের অপেক্ষা। বিগত পাঁচ অর্থবর্ষে ১৮ টি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ৭ টি এরকম কেন্দ্র গড়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে ছয়টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় এই সংখ্যা ছয়টি - কুমারগঞ্জ, শামুকতলা, বারোবিশা, ফালাকাটা, জয়গাঁ ও বীরপাড়া। এছাড়াও আরো ১৮ টি নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। মন্ত্রী জানান, বিবেচনাধীন রয়েছে আরও অনেকগুলি।

ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুলের সঙ্গীতানুষ্ঠান

দেবেশ দাশ : ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুলের উদ্যোগে শহরের টাউন হলে হয়ে গেল ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের শাশ্বত ও চির উজ্জ্বল এক সঙ্গীত অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ধ্বনি - সঙ্গীতময় শব্দের অনুরণন শীর্ষক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে বক্তব্য রাখেন তিনি। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, কলকাতাকে এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। অচিরেই তা শেষ হবে। করতালি দিয়ে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের তরফেও অভিবাদন জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ সুবোধ সি. মণ্ডল, রেভারেন্ড কে সর্দার, পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল প্রমুখ । তিনি তার বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন, এই ঐতিহাসিক টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরে ছিল দুইদিনের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

শীর্ষে ভারত

কুণাল দে : পার্থে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় আবার শীর্ষে উঠল ভারত। সকলের আগে থাকলেও এখনও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কোনো দল নিজেদের জায়গা অবশ্য পাকা করতে পারেনি। দৌড়ে রয়েছে পাঁচটি দল। তাদের মধ্যে যে কোনো দু'টি দল ফাইনাল খেলবে বলেই খবর । এখন এক নম্বরে রয়েছে ভারত। ১৫টি টেস্টের মধ্যে ন'টি টেস্ট জিতেছে ভারত। পাঁচটি হেরেছে । একটি ড্র হয়েছে। ভারতের পয়েন্ট ১১০। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৬১.১১। এই পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করেই শীর্ষে থাকা দুই দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলে। আগের দুবারই ফাইনাল খেলেছে ভারত। এবারও সেই সুযোগ রয়েছে তাদের বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া ১৩টি টেস্টের মধ্যে আটটি জিতেছে ও চারটি হেরেছে। তাদেরও একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৯০। পয়েন্টের শতাংশ ৫৭.৬৯। অস্ট্রেলিয়ার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে আরও তিনটি দল। তিন নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশ ৫৫.৫৬। চার নম্বরে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। ভারতকে হারিয়ে তাদের পয়েন্টের শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫৪.৫৫। পাঁচ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্টের শতাংশ ৫৪.১৭।

উদ্বোধন হল অভিনব পক্ষীশালার

তাপস দাস : আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক পক্ষীশালার উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। সেখানে ঢুকে পড়লে অনায়াসেই সোনালী তিতির, ব্রাহ্মণী হাঁস, আফ্রিকান হাঁস, ময়ূর, লাল মোরগ, বসন্তবৌরি, ঘুঘু, রাজহাঁস ইত্যাদির দেখা মিলবে। সম্প্রতি ওই অভিনব পক্ষীশালায় ঢুকে এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন তিনি। চোখের সামনে দেখতে পেয়ে অভিভূত হন তিনি। জায়গাটিকে পাখিদের মুক্তাঞ্চল বললেও খুব একটা ভুল হবে না। বরং বড় ঘেরাটোপে তারা আরো ভালো ও ছাড়া রয়েছে। মানুষ ভেতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটেই পাখি দেখতে যেতে পারবেন। কিন্তু কোনোভাবেই তাদের ছুঁয়ে দেখা যাবে না। এই অনুমতিও নেই । এমন সিদ্ধান্ত আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। দর্শনার্থীদের জন্য তবে আলাদা কোনো টিকিট লাগবে না। অতীতে খাঁচার বাইরে থেকে তাদের দেখার সুযোগ ছিল। এখন থেকে তা বদলে গেল। খাঁচার ভেতর থেকেই এখন পাখি দর্শনের ওই অভিনব সুযোগ মিলবে। আলিপুর জু - এর অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে জানান, ঠিক যেন মনে হবে নিজের চারপাশেই অনবরত পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। অভিনব ভাবনা ও তার রূপায়ণ। উল্লেখ্য, অনলাইনেই এখন থেকে এই দৃশ্য দেখার জন্য মিলবে টিকিট। সেই পরিষেবার সূচনা করেন মন্ত্রী। এই বিষয়ে মানচিত্র, নিউজ লেটারের সূচনাও হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নীরজ সিংহল, ড. কানা তালুকদার ও সৌরভ চৌধুরী প্রমুখ।

হয়ে গেল রাজ্যস্তরে তৃতীয় বাচিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৌলালী যুব কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়ে গেল রাজ্যভিত্তিক বাচিক শিল্পের তৃতীয় কর্মশালা। রবিবার সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠান হল। গতকাল থেকে তা শুরু হয়েছে। প্রায় দেড়শো জনের কাছাকাছি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাচিক শিল্প নিয়ে যাঁরা কাজ করে থাকেন তাঁদের সম্মিলিত সংগঠন এই 'বাচিক শিল্পী সংস্থা' । ১৬-১৭ নভেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য ভিত্তিক তৃতীয় বাচিক কর্মশালা। প্রায় সমস্ত জেলা থেকে ১৪৮ জন শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশ নেন। বাচিক শিল্পচর্চার

নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রখ্যাত অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, সৌমিত্র বসু, সৌমিত্র মিত্র, আবৃত্তি শিল্পী রত্না মিত্র, প্রণতি ঠাকুর, আর জে শর্মিষ্ঠা গোস্বামী, মোটিভেটার মৃণাল চক্রবর্তী, স্পিচ থেরাপিস্ট ডাক্তার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি প্রমুখ। বাচিক শিল্প চর্চার নানা দিক তুলে ধরেন তাঁদের সকলেই। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকেরা। প্রয়াত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায় সকলেই একদা যুক্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বর্তমান সময়ে জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ বসু সহ প্রথিতযশা শিল্পীরা সকলেই সদস্য রয়েছেন। উল্লেখ্য, বাচিক শিল্প নিয়ে বিভিন্ন জেলাস্তরে প্রতিযোগিতা, কর্মশালা, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে চলেছে সংস্থাটি। দু'দিনের রাজ্যব্যাপী এই কর্মশালা

উপাচার্য নেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্বপন সেন : রাজ্যের তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোনো স্থায়ী উপাচার্য । বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসু সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন। শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, এ রাজ্যের ৩১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮ টিতেই রয়েছেন অস্থায়ী উপাচার্য। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ড. শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। এই মুহূর্তে এ নিয়ে কোনোরকম সঠিক দিশাও দিতে পারেননি বিভাগীয় মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট বিধায়ক তথা বিজেপির মুখ্য সচেতক এই প্রসঙ্গে সভায় আরো জানতে চেয়েছিলেন, উক্ত পদে কবে নাগাদ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ? এ নিয়ে আদালতের দিকেই বরং ইঙ্গিত করেছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী।

উদ্বোধন হল প্রণবানন্দ যোগ মন্দির ও সাধারণ পাঠাগার

দীপ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত মনীষীদের নামে নামাঙ্কিত। শ্রীরামকৃষ্ণ,স্বামী বিবেকানন্দ,ঋষি বঙ্কিম,নেতাজী ও বাপুজীর নামেও রয়েছে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম। যেমন রয়েছে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত। বর্তমান সুন্দরবন জেলা পুলিশের অধীনে ঢোলাহাট থানা এলাকায় কালনাগিনী নদী বেষ্টিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার সেই গ্রামেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে বসল কবিগুরুর মূর্তি। রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্মথপুর মৌজায় বিজননগর গ্রামে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভাবাদর্শে গড়ে ওঠেছে মন্মথপুর প্রণব মন্দির । যেখান থেকে সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষদের নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যাবস্থা, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য সারা বছর নানা অনুষ্ঠান হয়। সম্প্রতি ৭ম বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল দু দিন ধরে। এ উপলক্ষে রবিবার সকালে মহাভিষেক ও ১২৯টি পদ সহযোগে অন্নকূট হয়।এরপর রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের চার মাথায় চারটি স্থানে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবেশদ্বার বাঁশতলা কালনাগিনী নদীঘাটে পঞ্চগঙ্গা আরতি বেদি ও স্বামী প্রণবানন্দ সাধারণ পাঠাগার এবং স্বামী প্রণবানন্দ যোগ মন্দিরের উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সঙ্ঘের রীতি নীতি ও আধ্যাত্মিক নিয়ম মেনে প্রতিটি মূর্তি ১০৮ ঘট গঙ্গার জল দিয়ে আলাদা করে মূর্তিগুলিকে শোধন করা হয় । অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা ছাড়াও বিভিন্ন মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় পঞ্চ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

স্ব-নির্মিত সংবাদপত্রের পোশাকে ভারত জুড়ে এক অনন্য যাত্রায় মডেল হেমশ্রী ভদ্র

কলকাতা, - ইনস্টাগ্রামে ১ মিলিয়ন অনুসারী সহ সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হেমশ্রী ভদ্র এক অনন্য সামাজিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি স্ব-নির্মিত সংবাদপত্রের পোশাকে ভারত জুড়ে যাত্রা শুরু করেছেন। কলকাতা থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রায়, হেমোশ্রী একটি রিল তৈরি করেছেন যা মাত্র একদিনেই ৩ কোটি ভিউ পেয়েছে। এই রিলের মাধ্যমে, তিনি ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মহিলাদের প্রতি সম্মানের প্রশ্ন তুলেছেন।হেমোশ্রী বলেন, "আমি এই যাত্রার মাধ্যমে দেখতে চাই যে ভারতে মহিলারা কতটা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে।"এই যাত্রাকে সমর্থন করতে

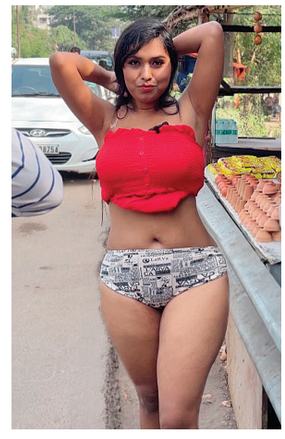

এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030 Price: 5/-
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com